18

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মহানগরীর স্কুলে ভর্তি ঃ উৎকণ্ঠিত অভিভাবক

সমস্যা তীব্রতর ঃ আবেদনকারীর পাঁচ ভাগও ভর্তি হতে পারবে না

।। অরূপ দত্ত ।। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার ঢাকার ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তির সমস্যা আরো তীব্রতর হবে। নামীদামী স্কুলগুলোয় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তুলনায় গড়ে শতকরা ৫ জনকেও স্কুল কর্তৃপক্ষ আসন দিতে সমর্থ হবেন না। যেসব স্কুলে একাধিক শিফট চালু আছে সেসব স্কুলেও ভর্তির সমস্যার সুরাহা হবে না।

ভিকারুন্নেসা নূন গার্লস হাইস্কুলে ওপরের শ্রেণীগুলোয় কোন আসন খালি নেই। প্রথম শ্রেণীতে প্রভাতী এবং দিবা শাখায় দু' শিফটে মোট আসনসংখ্যা ৪শ'। ভর্তির জন্যে আবেদনপত্র দেয়া হয়েছে গত নভেম্বরের ৩, ৪, ৫ এবং ১০, ১১, ১২ তারিখে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত আবেদনপত্র বিতরণের সময় নির্ধারিত হলেও অভিভাবকদের ভিড় শুরু হয়েছিল কাকডাকা ভোর থেকেই। গত ১০ই নভেম্বর ছিল বিরোধীদল আহূত অর্ধদিবস হরতাল। এই পরিস্থিতিতেও হাজার-খানেক লোকের ভিড় জমেছিল আবেদনপত্র সংগ্রহের লাইনে। ঐ শ্রেণীতে মোট ৪শ' আসনের জন্যে আবেদনপত্র জমা পড়েছে প্রায় ১০ হাজার। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ধার্য হয়েছে ৪, ৫, ১০ এবং ১১ই জানুয়ারি।

আদর্শ স্কুল 'উদয়ন' কেজি ওয়ান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। এই শ্রেণীর জন্যে আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হয়েছিল ১০ই ডিসেম্বর থেকে। এই শ্রেণীতে মোট ২শ' আসনের জন্যে আবেদনপত্র এসেছিল হাজারের কাছাকাছি। বাকি শ্রেণীগুলোর আসনসংখ্যা খুবই কম। আবেদন করা যাবে ৫ই জানুয়ারি থেকে। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর সীমিতসংখ্যক আসনের জন্যে কয়েক হাজার আবেদনপত্র প্রাপ্তির আশংকা করছেন।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে স্কুলে ভর্তি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

স্কুলে ভর্তি ঃ হতে পারবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হবে ১লা জানুয়ারি থেকে। ৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র দেয়া হবে, সকাল ৮টা থেকে ১২টা এবং ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। প্রথম শ্রেণীতে আসনসংখ্যা ৮০টি। এর জন্যে গত বছর আবেদনপত্র জমা হয়েছিল ৩২শ'। এ বছর এই আসন- সংখ্যার জন্যে আবেদনপত্রের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশংকা করছেন। অন্যান্য শ্রেণীতে আসন প্রায় খালি নেই। ৭ই জানুয়ারি এই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা হবার কথা আছে।

মতিঝিল গভঃ বয়েজ স্কুল ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ শুরু করবে ৩১শে ডিসেম্বর থেকে। স্কুলে ১ম শ্রেণীর দু'টি শাখায় ৬০টি করে মোট ১২০টি আসন রয়েছে। গত বছর এই শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনপত্র জমা হয়েছিল প্রায় ১ হাজার। এ বছর তা দ্বিগুণ হতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৫০টি আসনের জন্যে গত বছর আবেদনপত্র এসেছিল প্রায় ৯শ'। এবার সংখ্যাটা দাঁড়াতে পারে দেড় হাজারে। এই দু'টি শ্রেণীতে জানুয়ারির ২য় সপ্তাহের যেকোন দিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীতে একটি আসনও খালি নেই।

গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবঃ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, অগ্রণী গার্লস স্কুলসহ অন্য ভাল স্কুলগুলোতেও ভর্তিজনিত সমস্যা এ বছর তীব্রতর। অধিকাংশ স্কুল এখনও ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ শুরু করেনি। কিন্তু 'কবে থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে'- শুধু এই খবর জানতে অভিভাবকদের ভিড় বাড়ছে প্রতিদিন স্কুলের অফিস কক্ষে। টেলিফোন ব্যস্ত থাকছে প্রতি মুহূর্ত।

আজিমপুর অগ্রণী গার্লস স্কুলে গত বুধবার থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ভর্তির আবেদনপত্র দেয়া হচ্ছে। প্রথম দিনই বিক্রি হয়েছে প্রচুরসংখ্যক আবেদনপত্র। পরীক্ষা হবে জানুয়ারির ২য় সপ্তাহে।

শেরেবাংলা নগরে গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১লা জানুয়ারি থেকে আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হবে। ১ম থেকে ৮ম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা হবে ৫ থেকে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

বাংলা বাজার গভঃ গার্লস হাইস্কুলেও আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হবে ১লা জানুয়ারি থেকে। ভর্তি পরীক্ষা ১০ই জানুয়ারি। ভর্তি ফি সব মিলিয়ে ১৫০ টাকা। একই দিন থেকে ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুলেও আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হবে।

কামরুন্নেসা গভঃ গার্লস হাইস্কুলে আবেদনপত্র দেয়া শুরু হয়ে গেছে। দাম ৩০ টাকা। পরীক্ষা ১০ই জানুয়ারি।

ধানমন্ডির আরব মিশন পাবলিক স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনপত্র দেয়া হচ্ছে কয়েকদিন আগে থেকেই। সংগ্রহ করা যাবে সর্বশেষ ১১ই জানুয়ারির মধ্যে। পরীক্ষা ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারি। কয়েকটি স্কুলে ভর্তির জন্যে নির্ধারিত শর্ত নেই। যেমন ধানমন্ডির শামসুনূর স্কুল। এই স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে। বনানীর ৮ নম্বর সড়কের মর্নিং সান স্কুলে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে। গুলশান ১০ নম্বর সড়কের মাদার হোম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করা যাবে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। কমলাপুর শেরেবাংলা স্কুল, মানিকনগর উচ্চ বিদ্যালয়েও ভর্তি শুরু হয়েছে।